International Journal of All Research Education and Scientific Methods (IJARESM),
ISSN: 2455-6211, Volume 13, Issue 5, May-2025, Available online at: www.ijaresm.com

পরমাত্মার রহস্য সন্ধানে রবীন্দ্রনাথের নব-‘মেঘদূত

Kartick Biswas

কার্তিক বিশ্বাস

সারসংক্ষেপ

জীবনের অন্তিম পর্বে দাঁড়িয়ে ‘বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি’ এই আক্ষেপ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ । শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, বিশ্বসৃষ্টির এই লীলা বৈচিত্র ও রহস্য নিয়ে নানান চিন্তাভাবনা করেছেন অনেকেই কিন্তু কেউই এর থই খুঁজে পাননি।

সাংকেতিক শব্দ: সৃষ্টি , বিরহ, নৈরাস্য , রহস্য, একাকিত্ব , জীবাত্মা , পরমাত্মা , জীবনদর্শন ।

বিশ্বসৃষ্টি যে ঈশ্বরের লীলামাত্র একথা প্রাবন্ধিক ও দার্শনিক প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কেও প্রভাবিত করেছিল তাঁর ‘সাহিত্যে খেলা ’ প্রবন্ধে খেলা যে আসলে কি তার প্রমাণ দিতে গিয়ে তাঁকে বলতে শুনেছি “...যদি চ তার কোনোই অভাব নেই তবুও তিনি এই বিশ্ব সৃজন করেছেন, অর্থাৎ সৃষ্টি তাঁর লীলামাত্র”। এই লীলা বা ‘খেলা’য় সকল জীবাত্মা মেতে রয়েছে , কিন্তু এই ‘তাঁর’ টি আসলে কে তার কোনোই উত্তর নেই । রবীন্দ্রনাথের ‘মেঘদূত’ প্রবন্ধে তিনি এই জীবাত্মা ও পরমাত্মার রহস্যের কথা বোঝাতে চেয়েছেন । জীবাত্মা যদি পরমাত্মার অঙ্গ বা অংশ হয় তবে পরমাত্মার গুন কিছু না কিছু জীবাত্মার মধ্যে থাকবে , তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেওয়া অসম্ভব নয় ।

তবে কোনো দার্শনিক মনোভাব ই সৃষ্টিলীলার রহস্যকে ভেদ করতে পারেনি, কিন্তু এ বিষয় নিয়ে বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাধারার বিকাশ ও তার আলোচনা প্রাচীন ও মধ্যযুগের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক যুগেও চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে । এই চিন্তাধারা নিয়ে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের এক অসাধারণ রচনা ‘মেঘদূত’। এখানে প্রত্যেক মানুষের আত্মার যে শূন্যতা , একাকিত্বতা, নৈরাশ্যতা সম্পূর্ণ ভাবে কোর ই রূপদান করা হয়েছে। প্রাবন্ধিক কালিদাসের মেঘদূতকে নব মেঘদূত রূপে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। প্রবন্ধের সূচনা অংশে যক্ষ ও যক্ষপ্রিয়ার বিরহ বিচ্ছেদ কাহিনীকে প্রাবন্ধিক তুলে ধরেছেন এবং সেই সময়কার ভারতবর্ষের সৌন্দর্য চিত্রগুলিকে পাঠকের সামনে এঁকেছেন । কালিদাসের কাব্য সৌন্দর্যের গুনে প্রাবন্ধিক কল্পনাতে যেন সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন। তিনি তখনকার নদী-গিরি-নগরীর নামকে সুন্দর বলেছেন এবং প্রবন্ধের শুরুতেই আক্ষেপ করে বলছেন – “কেবল

বর্ষাকালনাহে , চিরকালেরমতোআমরনির্বাসিতহয়েছি "। এই নির্বাসনযে শুধুমাত্রযক্ষেরতা নয়, এই বিরহকাতরনির্বাসনযেন প্রত্যেকমানুষের । মেঘদূতে বর্নিতসৌন্দর্যআলোচনার পর প্রাবন্ধিকআজকেরসময়কে 'ইতর' বলছেনএবংআজকেরএই কলকাকলিমুখরজীবনস্রোত থেকে পরিত্রাণেরজন্যআক্ষেপকরেবলছেন - "মনেহয়, ঐ রেবা সিপ্রা নির্বিন্ধ্যা নদীরতীরে, অবন্তী বিদিশারমধ্যে , প্রবেশকরিবারকোন পথ যদিথাকিত, তবেএখনকারচারিদিকেরইতর কলকাকলি হতে পরিত্রাণ পাওয়াযাইত "। যান্ত্রিকসভ্যতা মানুষেরমনকেযত ই প্রভাবিতকরুক, তবুওপ্রত্যেকমানুষ যেঅন্তরে অন্তরেএকসুত্রেআবদ্ধ প্রত্যেকমানবাত্মাই একদিনতাঅনুভব করে। যক্ষেরবিরহ দিয়েপ্রবন্ধেরআরম্ভ হয়েছে সেখানেপ্রাবন্ধিকবলছেন - "এখন কবিরমেঘ ছাড়াসেখানেআর কাহাকেওদূত পাঠাইতেপারি না"। আসলেমেঘ অর্থে কল্পনা , কল্পনাছাড়াআরকিছুইপাঠানোসম্ভব নয়। কারণসেই সময় ও বর্তমানে বিস্তর ব্যবধানরয়েছে। আষাঢ়েরপ্রথমমেঘ দেখে প্রবাসীরা যে নিজ নিজস্ত্রীরজন্যবিরহব্যাকুলহত তাদেরসঙ্গেআমাদেরমনেরএক সংযোগথাকা উচিতছিল কিন্তুতানেইকারন - আমাদের মধ্যেমনুষত্বের একসুত্রতা থাকলেওসময়েরবিরাট ব্যবধান। সব মানুষেরমধ্যেইযে যোগসুত্রবা ঐক্যআছেতাবলতেগিয়েপ্রাবন্ধিকবিখ্যাতইংরেজকবিম্যাথিউ আরনল্ড-র কবিতা 'আইসোলেশন'এর কথার অনুস্মরণকরেবলেছেন - "মানুষেরা এক একটিবিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, পরস্পরেরমধ্যে অপরিমেয়অশ্রুলবনাক্ত সমুদ্র । দুর হইতে যখনই পরস্পরেরদিকে চাহিয়দেখি মনে হয় - এককালেআমরএক মহাদেশ ছিলাম...." আসলে এই মহাদেশহচ্ছেপরমাত্মা আরতারটুকরেটুকরেদ্বীপগুলোযেন পরমাত্মার অংশঅর্থাৎ জীবাত্মা ।

বৈষ্ণবকবিতারমধ্যেও যে জীবাত্মাও পরমাত্মারলীলারহস্য , রাধা-কৃষ্ণের বিরহ বিচ্ছেদেরমধ্য দিয়েপ্রকাশপেয়েছেতার ও একাধিকউদাহরণতিনিপ্রবন্ধে উল্লেখকরেছেন । তিনিবলছেন - "হিয়ার ভিতরহ ইতে কে কইল বাহির"। এখানেওপরমাত্মার হৃদয়থেকেজীবাত্মাযেন আলাদা হয়েএকাকী দন্ডায়মান। আমরা যার সঙ্গেসাক্ষাৎ করতেচাই সে নিজেরমানসলোকের অগম্যতীরেবাস করছে সেখানে সশরীরে পৌঁছানোকোনপথনেই । পরমাত্মাঅগম তীরেবাসকরছে, যেখানেকল্পনাছাড়াআর কিছুপাঠানোসম্ভবনয় , যাকেপ্রাবন্ধিক 'বৃহৎ পৃথিবী'রব্যবধানবলছেন - আসলেতা শুধুপ্রাবন্ধিকের দর্শন নয়, প্রত্যেকমানুষের ই জীবনদর্শন। আর এই জীবাত্মা - পরমাত্মার দুরত্বকেই কালের নিষ্ঠুরব্যবধানবলছেন তিনি - "আমাদের মধ্যেমনুষত্বেরনিবিড়ঐক্যআছে , অথচকালেরনিষ্ঠুর ব্যবধান"।

যক্ষ তো অচেতনবস্তুকে দূত কল্পনাকরেছিল কিন্তুআমরা কিভাবেসেই 'তাঁর' বা পরমাত্মার কাছে সংবাদপাঠাবো তারকোনোউপায়নেই । এই একই ভাবনা 'সোনার তরী' কাব্যেরএকাধিককবিতায়ও ধরা পড়েছে সেখানেওতিনিপ্রশ্নকরেছেন - "আর কত দূরে নিয়েযাবেমোরেহে সুন্দরী ....বলো কোন পার ভিড়িবে তোমারসোনারতরী "। এই 'নিরুদ্দেশ যাত্রার ' ঠিকানাকোথায় ? তা কারুরজানা নেই। 'যেতে নাহি দিব' কবিতায়ওতিনিবলছেন - " আমি ভালোবাসিযারে ....সেকি কভু আমারহতে দুরেযেতে

পারে'। শেষবেলা যায় যে - যা যক্ষের বিরহ তা-ই প্রত্যেক মানুষের বিরহ । অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে অন্তর্বেদনা তাকেই প্রাবন্ধিক নিবিড়ঐক্য বলেছেন । কিন্তু যেহেতু এই অন্তর্বেদনা ও আকাঙ্ক্ষা উদ্রেকের কোনো নিবৃত্তি নেই , সেহেতু প্রাবন্ধিক যক্ষের মতো কল্পনাকে দূতনা করে বলছেন, আমাদের মাঝে রয়েছে কালের নিষ্ঠুর ব্যবধান ।

প্রবন্ধের শেষে প্রাবন্ধিক বলছেন - "....কে তো মাকে আশ্বাস দিল যে, এক অপূর্ব সৌন্দর্যলোকে শরৎ পূর্নিমা রাত্রে তাহার সহিত চিরমিলন হইবে ?"। অর্থাৎ মিলন সম্ভব হবে কি না এর উত্তর কারুর জানা নেই। কারণ অতীত-বর্তমান যেমন কালের ব্যবধানে আলাদা , তেমনি জীবাত্মা -পরমাত্মার মধ্যেও ব্যবধান। মনে হয় এ যেন কারো 'অভিশাপ' কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের নায়ক যক্ষের বিরহের স্থায়ীত্ব কাল ছিল মাত্র এক বছর। একবছর পরেই তার সামনে ছিল মিলনের নিশ্চিত আশ্বাস। প্রবন্ধকার বললেন আরো গভীরতর কথা। শুধু অতীত ও বর্তমান নয়, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে অতলস্পর্শ 'বিরহ'।

তথ্যসূত্র

১.প্রাচীন সাহিত্য - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
২.সোনার তরী- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
৩.প্রবন্ধ -সংগ্রহ - প্রমথ চৌধুরী।